গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণায়
বিদ্যুৎ বিভাগ
বাজেট অধিশাখা
www.powerdivision.gov.bd

বিষয়ঃ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় বিদ্যুৎবিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মনোয়ার ইসলাম, এনডিসি সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ।
সভার তারিখ	:	০৩-১১-২০১৫ খ্রিঃ
সময়	:	বেলা ৪:০০ ঘটিকায়
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ, বিদ্যুৎ বিভাগ, ঢাকা।
সভায় উপস্থিতির তালিকা	:	পরিশিষ্ট খ- দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) সভাকে জানান যে, চলতি অর্থবছরে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির ইহা প্রথম সভা। বিএমসির সভায় মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন কার্যক্রম অলোচনা করা সমীচীন। তিনি উল্লেখ করেন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য ১৮.৪০ কোটি (আঠার কোটি চল্লিশ লক্ষ) বরাদ্দ আছে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল এর নামে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি। এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় এটা আগামী কার্যপত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাতে অর্ন্তভুক্ত হয় সে ব্যাপারে নির্দেশনা দেন এবং বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলকে বিদ্যুৎ বিভাগের রাজস্ব খাতের আওতায় দ্রুত কার্যক্রম আরম্ভ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।

২.০। বিদ্যুৎ বিভাগের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রথম প্রান্তিকে মোট ৩.১০ কোটি (তিন কোটি দশ লক্ষ) টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। তিন মাসে মোট ব্যয় হয়েছে ২.৭০ কোটি (দুই কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৬.০৬ শতাংশ। অন্যদিকে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর তাদের লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে বেশি খরচ করেছেন। সভাপতি মহোদয় স্রেডার কার্যক্রম আরো গতিশীল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। স্রেডার কার্যক্রম ২০% বাস্তবায়ন হওয়ায় আগামীতে আরো গতিশীল হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

২.১। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রথম প্রান্তিকের আয় বিবরণীতে দেখা যায় প্রথম প্রান্তিকে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৩.৪৭ কোটি (তিয়াত্তর কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ)টাকা। এর বিপরীতে প্রকৃত আদায় হয়েছে ২.৪৮ কোটি (দুই কোটি আটচল্লিশ লক্ষ) টাকা যা লক্ষ্য মাত্রার ৩.৩৮%। আয় বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সচিবালয় লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ০.১১% অর্জিত হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশাসন থেকে জানানো হয় বিদ্যুৎ বিভাগে সচিবালয়ের আওতায় "অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায় কোড"-এ ২৬০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্য মাত্রা আছে। তারা আরো জানায় যে, প্রকল্পসমূহের অব্যবহৃত টাকা এ খাতে জমা হয়।

২.২। বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩৬৩% বেশি রাজস্ব জমা দেওয়ায় সভা হতে ধন্যবাদ জানানো হয়। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১০.৪০ কোটি (দশ কোটি চল্লিশ লক্ষ)টাকা রাজস্ব জমা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা আছে। কিন্তু প্রথম প্রান্তিকে কোন টাকা জমা দেয় নাই। এ ব্যাপারে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন তার সংস্থা চলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির টাকায়। কিন্তু সমিতি থেকে লভ্যাংশ হিসেবে কোন টাকা পাওয়া যায়নি বিধায় এ খাতে কোন টাকা জমা হয়নি। এ সময় সভাপতি বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য সংস্থা থেকে সরকারকে রাজস্ব দেওয়ার মেকানিজম বের করার জন্য সংস্থা/কোম্পানিকে সচেষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেন।

২.৩। উন্নয়ন খাতের ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় বলেন এডিবির প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসে মিটিং হয়। তাই এখানে বিষয়টির বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে তাদের তথ্যসমূহ যুগ্মপ্রধান থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট updated তথ্য অনুযায়ী আলোচনা হতে পারে । ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের চাহিদার ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রেরিত তথ্যের উপর আলোচনা প্রাক্কালে সচিব মহোদয় বলেন যে, এটি পাওয়ার সেল ও অন্যান্য সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে updated করা প্রয়োজন।

৩.০। <u>সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়</u> ঃ

৩.১ বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলকে রাজস্ব খাতের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে;

৩.২ টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) এর প্রশাসনিক কর্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে হবে;

৩.৩ বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা থেকে সরকারি রাজস্ব আদায়ের উপায় বের করতে হবে;

৩.৪ বাজেট বক্তৃতায় ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে পাওয়ার সেল ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করে updated করতে হবে।

০৪। সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ২২-১১-২০১৫
(মনোয়ার ইসলাম,এনডিসি)
সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণায়
বিদ্যুৎ বিভাগ
বাজেট অধিশাখা
www.powerdivision.gov.bd

নং- ২৭.০০.০০০০.০৪১.০২০.০৫.১৫- ৫১ তারিখ : ২৪-১১-২০১৫ ইং

পত্রের অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

24/11/2015

(গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য)
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৯৫৪০২৮৯
dsbudget@pd.gov.bd

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী (বাজেট-১৫)।
২। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলানগর, ঢাকা (বিদ্যুৎ বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা)।
৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরেবাংলানগর, ঢাকা (বিদ্যুৎ বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা)।
৪। চেয়ারম্যান, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা), বিদ্যুৎ বিভাগ।
৫। অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ ।
৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/বাজেট/সমন্বয়), বিদ্যুৎ বিভাগ।
৭। বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টার ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর, ঢাকা-১০০০।
৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড / পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড , ঢাকা।
৯। যুগ্ম সচিব (সকল), বিদ্যুৎ বিভাগ।
১০। যুগ্ম-প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ।
১১। মহা-পরিচালক, পাওয়ার সেল, ঢাকা।
১২। ব্যবস্হাপনা পরিচালক, ডিপিডিসি/পিজিসিবি/ডেসকো/ইজিসিবি/এপিএসসিএল/আরপিসিএল/নওপাজেকো/ওজোপাডিকো/ কোল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ, খুলনা/বি-বাড়ীয়া/ ঢাকা।
১৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ
০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ।
০২। প্রোগ্রামার, বিদ্যুৎ বিভাগ (পত্রটি দপ্তর/সংস্থায় ই-মেইল যোগে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো)।
০৩। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগ।